৩য় বর্ষ　　　　　　আশ্বিন, ১৩৩৩।

Devendranath

সাধনা

খুলনা বি কে ইউনিয়ন স্কুলের

মুখপত্র।

Presented

Khirode Chandra Sen, B A
HEAD MASTER

প্রধান সম্পাদক — মৌলবী সৈয়দ আহমদ আলী.

সহ-সম্পাদক — শ্রীবামনচন্দ্র [illegible]।

প্রতি সংখ্যা /১০ আনা　　　　বার্ষিক মূল্য ।৵০ [illegible]

মুগ্ধ।

১

জগত যখন অন্ধকার
আমি তখন সাধনায়;
জীবন যখন স্বপ্নময়
আমি তখন অর্চ্চনায়;
কোন চমকে মূর্ত্ত প্রাণ
স্তব্ধ নিখিল বিশ্বখান
বাধন হারা অসীম পথে
ছুটেছিল সে কার পানে
আবেশ মধুর মুর্চ্ছনায়।

২

ক্লান্ত মেঘের নিবিড় ফাঁকে
কে যে ডাকে গভীর ডাকে
বিরল দেশের নীরব তানে
সুরখানা কার নেমেছিল
আমার ভাঙ্গা আঙিনায়।

৩

মুখর কার বীণার তানে
ছুট্‌ছে প্রাণ চরণ পানে
মুগ্ধ আমি, পাগল আমি
জগত ভুলে কোন্ জগতে
তারই যেন প্রেরণায়:

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়
তৃতীয় শ্রেণী।

আধুনিক শিক্ষা ও ছাত্র সমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি অসম্পূর্ণ বা আশানুরূপ ফলপ্রসূ না হইলেও অভিভাবকেরা একটী বিষয়ে এরূপ উদাসীন যে তজ্জন্য আমাদের বিদ্যালয় গুলিতে অধ্যাপনার ফল তাদৃশ সন্তোষ জনক হইতেছে না। সেইটী হইতেছে শিক্ষার্থীর চরিত্র ও বিষয়ানুরাগ জ্ঞানের অভাব। ইহার জন্য শিক্ষার্থীকে দোষ দেওয়া চলে না। পাশ্চাত্য জাতিরা শিক্ষাশব্দে আমাদের ন্যায় স্কুল কলেজের মামুলী ধরণের সাধারণ শিক্ষা (General education) বুঝেন না। ছেলের শিক্ষনীয় বিষয় বিশেষের ব্যুৎপত্তি ও তৎপ্রতি অনুরাগ নির্ণয়ই তাঁহাদের প্রধান বিচার্য্য বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলেই তাহারা "কেরাণী বা নিরুপায় গ্রাজুয়েট" তৈয়ারীর কারখানায় ছেলেদের পাঠাইয়া দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন না। Bread Problem বা অন্ন সমস্যার সমাধানই তাহাদের দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং যে ছাত্র স্বভাবজ রুচি অনুসারে যে বিষয়কে মনোনীত করতঃ বৈধ উপায়ে উহা আয়ত্ত-চেষ্টার নিদর্শন দেখায়, সেই বিষয় সুন্দররূপে শিখিবার জন্য তাহাকে যথোচিত সুযোগ ও সহায়তা দেওয়া হইয়া থাকে। সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের সৃষ্টি-বৈচিত্র বিচার না করিলে প্রকারান্তরে তাঁহারই অবমাননা ও উদ্দেশ্য নষ্ট করা হয়। সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষের ক্রমোন্নতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যাবতীয়, মনুষ্য একই উপাদানে গঠিত হইলেও কর্ম্মশক্তি এবং বোধশক্তি একরূপ নহে। তাই শৃঙ্খলারক্ষা ও শ্রমলাঘবের জন্য প্রাচীন আর্য্যেরা স্বাভাবিক ব্যক্তিগত বৃত্তি-বিচার না করিলেও শ্রেণী বিভাগ দ্বারা জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাই আমরা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

ইত্যাদি শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখিতে পাই। অতএব ঈশ্বরের এই গুণবত্তা বা শক্তিমত্তা দানের তারতম্য সৃষ্টি একেবারে উড়াইয়া দেওয়ার বস্তু নহে।

যাহার গণিত শাস্ত্রে বিতৃষ্ণা তাহাকে জোর করিয়া উহা আয়ত্ত করাইতে চেষ্টা করা অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। বিজ্ঞানের বিচিত্র বিজয় দর্শনে যিনি উদ্বুদ্ধ তাঁহাকে সাহিত্যের অন্তঃসলিলা যমুনদীর ক্ষীন স্রোতের দিকে আকৃষ্ট করা অতীব কঠিন। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা সাপেক্ষ সত্যোদ্ধার রূপ ইক্ষুদণ্ডের মধুর আস্বাদে যিনি তৃপ্ত, ভূতত্ত্বের বাস্তব আবিষ্কার-মহামূল্য মনির চাকচিক্য তাঁহার চক্ষু নাও ঝল্‌সাইতে পারে। প্রকৃতির চিত্তবিমোহন নগ্ন সৌন্দর্য্যকে যিনি তুলির টানে চিত্রকলায় ফুটাইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, ব্যাকরণের নীরস সংজ্ঞা-সূত্র হয় ত তাঁহার সমীপে শুষ্ক গোময়ের অপেক্ষা তুচ্ছ বস্তুরূপে প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং বিষয় বিশেষের প্রতি এই যে অনুরাগ ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই স্বভাবের ধর্ম্মকে অস্বীকার করিলে যে সকল ফল লাভ হইতে পারে তাহা আমরা বেশ ভোগ করিয়া আসিতেছি সাহিত্য-ব্যাকরণ-গণিত-ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি বিষয় সমন্বিত বিদ্যালয় হইলেই আমরা সন্তানদিগকে তথায় পাঠাইয়া তাহাদের অধ্যয়নের চিন্তা হইতে মুক্ত হই;—ছেলে উহাদের কিছুই বুঝুক আর নাবুঝুক কিংবা উহাদের কোনটী তাহার নিকট রুচিকর কি না সে চিন্তা বা বিচার আমাদের অভিভাবকদের নাই। শিক্ষার ক্ষেত্র যেন উল্লিখিত বিষয় কয়টীতেই সীমাবদ্ধ। উচ্চ শিক্ষার মূলসোপানরূপ মধ্যশিক্ষার জ্ঞান আমাদের এই খানেই শেষ। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই মাতৃকুলেশন শ্রেণী পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারে না। স্বভাব ও রুচি-বিরুদ্ধ বিষয় নিচয়ের শিক্ষায় আনন্দ স্থলে বিরক্তি আসিয়া তাহাদিগকে এরূপ বীতরাগ করিয়া তুলে যে পাঠ আদায়ে একটু পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইলে অতীষ্ঠ হইয়া অনেকেই স্কুল ছাড়িয়া পলায়ন বা স্কুলে যাতায়ত বন্ধ করে। এরূপ ঘটনার নিদর্শন, একটু খোঁজ করিলে অনেক স্কুলেই দুই একটা পাওয়া যাইতে পারে। আমরা সামান্য দিনের অভিজ্ঞতার ফলে এমন এমন ছাত্রের কথা জানি যাহারা সাহিত্য-গনিত ইত্যাদি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেও কোনরূপে তাহাদের অনুসরণে পর্য্যন্ত সমর্থ হয় না। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা উৎসাহিত

না হইলেও স্বীয় চেষ্টায় এরূপ সুন্দর সুন্দর ছবি বা চিত্র এই ছাত্রেরা অঙ্কন করিয়াছে, বিশেষ নামজাদা ছাত্রেরা একান্ত চেষ্টাতে কোনদিনই সেরূপ আঁকিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এ অধম শিক্ষক অতি ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত ছাত্র বিশেষকে, স্কুলের শিক্ষনীয় যাবতীয় বিষয়ে মর্ম্মান্তিক রূপে অসংশোধনীয় দেখিয়া দুঃখিত হইলেও বিনা উপকরণ বা যন্ত্রাদিতে এরূপ চমৎকাররূপে মিস্ত্রির কার্য্য করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে যাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এই ছাত্রটিকে টেক্‌নিক্যাল স্কুলে এবং পূর্ব্বোক্তটীকে আর্ট স্কুলে পাঠাইলে তাহারা যে আশাতীত উন্নতি দেখাইতে পারিত তাহা বলাই বাহুল্য। মাতৃকুলেসন পাশ করিলে আজকাল মূল্য দশ টাকাও হয় না। কিন্তু টেক্‌নিক্যাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা হইতে ৫০।৬০ টাকা রোজগার অতি আদরের সহিত এবং স্বাধীন ভাবে হইতে পারে। কিন্তু মিস্ত্রিগিরি শিক্ষা করা যে ছোটলোকের কার্য্য! শ্রমজীবী অথবা শূদ্রেরাই এদেশে হস্তশিল্প বা সূত্রধরের কার্য্য করিয়া থাকে। যে সকল ছাত্র অল্প মেধা অথবা general lineএ অধ্যয়ন করিলে যাহারা আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইবে না বুঝা যায়, তাহারা এই শ্রেণীর টেক্‌নিক্যাল স্কুল বা শিল্প বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিলে অন্নসমস্যার অনেকটা সমাধান হইত। দর্জ্জিগিরি, বয়নবিদ্যা, সূচিকার্য্য, চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্য্য ইত্যাদিতে অল্পমেধা ছাত্রগণ, রুচি অনুসারে আত্ম-নিয়োগ করিলে দেশের শিক্ষা-সমস্যা আজ অপ্রীতিকর ও জটীল প্রতীয়মাণ হইত না। কলিকাতায় অধ্যয়ন কালে কেরোসিন বা প্যাকিং বাক্‌স প্রস্তুতকারী দিগকে মাসিক ৩০৲ টাকা হইতে ৬০।৭০ টাকা বেতনে কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। বিগত ১৯২২ সালে ট্রেনিং কলেজে অধ্যয়ন কালে জানিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম, যে মাষ্টার মহাশয় আমাদিগকে ড্রইং শিক্ষা দিতেন, তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন একটী ছাঁপের অধিকারী না হইলেও মাত্র চিত্র বিদ্যার কৃতিত্বে মাসিক ৮।৯ আট নয় শত টাকা উপার্জ্জন করেন। বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক ষ্টেট্‌স-ম্যান পত্রিকায় ছবির ব্লক করিবার জন্য ঐ আফিসে মাসিক ৪৫০৲ সাড়ে চারিশত এবং ট্রেনিং কলেজে, ৪টার পর সপ্তাহে ৯০ মিনিট কার্য্যের জন্য মাসিক ৯০৲টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত গৃহে বসিয়া অবসর সময়ে যে সকল ছবির

ব্লক তিনি প্রস্তুত করেন তাহার আয় ও মাসিক প্রায় ৩।৪ শত টাকা এই আর্টিষ্ট মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া ও তাঁহার ভদ্র ব্যবহার উপলব্ধি করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে তথা কথিত বি. এ, এম. এ. অপেক্ষা তিনি কোনও অংশেই অশিক্ষিত বা অমার্জ্জিত নহেন। অতএব, ভাব প্রবণ শিক্ষাই হউক আর কার্য্যকারী শিক্ষাই হউক পূর্ণ ও উপযুক্তরূপে প্রদত্ত হইলে শিক্ষার্থী তদ্দ্বারাই মানুষ হইতে পারে।

শ্রমের মর্য্যাদা (dignity of labour) জ্ঞান যে দেশে নাই সে দেশের অধিবাসীরা কখনই বড় হইতে পারে না। "আমি বড় অমুখ ছোট" পেশা অর্থাৎ callingএর হিসাবে এইরূপ ভেদনীতি যেখানে বিদ্যমান সেখানে প্রাণে প্রাণে মিল অসম্ভব। সুতরাং স্বার্থপরতার হীনবৃত্তি সকল প্রকার উন্নতি পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। যে সকল সুশিক্ষিত ও সুসভ্য দেশের শ্রমে মর্য্যাদাজ্ঞান আছে তত্তৎস্থানের অধিবাসীরা গুণানুসারে সকলেই রাজাসন অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেটেস্এর জনৈক সূত্রধর তত্রতা প্রেসিডেণ্টের জন্য একখানি আসন প্রস্তুত কালে বিশেষ মনোযোগ ও একাগ্রতা প্রদর্শন করায় তাহার কোন বন্ধু বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "তুমি যেরূপ শ্রম সহকারে আসনখানি প্রস্তুত করিতেছ তাহাতে বোধ হয়, তুমি নিজেই উহাতে বসিবে," ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সেই সূত্রধর গম্ভীরভাবে উত্তর করিয়াছিল, "ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিলে তাহা বিশেষ অসম্ভব ও বোধ করি না"। বস্তুতঃ সেই সূত্রধরই ইহার কিছুকাল পরে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্এর প্রেসিডেণ্টের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রেলওয়ের ড্রাইভারী কার্য্যে এত মোটা বেতন যে তদ্দ্বারা অনেক য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রতিপালিত হইতেছে, বাঙ্গালীরা ভদ্রলোক(?)— ইঞ্জিন চালকের ঘৃণিত কার্য্য করা তাহাদের মানায় না। তাই আমরা উকিলের মহুরীগিরি করতঃ জুয়াচুরী এবং বড়বাবুর পদলেহন পূর্ব্বক কেরাণীগিরি দ্বারা জীবনাতিপাত করি এবং সন্তান দিগকেও সেই সকলের অনুকরণে গড়িয়া তুলিতেছি। ধন্য হুজুগের দেশ, হে বঙ্গ! তোমার মুখ আরও উজ্জ্বল হউক!

সৈয়দ আহম্মদআলী এল, টি।

এমনি করে উধাও হয়ে

১

সারাটি দিন এমনি করে
বসে আছি অসীম চেয়ে
অসীম আমার প্রাণের সুরে
আকাশযোড়া গানটি গেয়ে।

২

উদাস মনে ভাব্‌ছি কারে
ভাসি অসীম ভাব লহরে
জগজ্জোড়া প্রাণের টানে
এমনি করে উধাও হয়ে ?

৩

সাঁজের মলিন আঁধার পর
করুণ মধুর হাসিটি কা'র
যাচ্ছে ধীরে উছ্‌লে লুটে
ও কূলে ওই সাগর বয়ে ?

৪

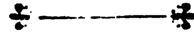
মন্দানিল সোহাগ ভরে
মধুর কার গানের সুরে
বাজি আমার হৃদয় বীণে
উঠ্‌ছে সারা আকাশ ছেয়ে ?

৫

কে অদূরে এমন সাঁজে ?
দাঁড়াও নীরব হৃদয় মাঝে
প্রাণে প্রাণে মিশে যাউক
সব বাসনা স্তব্ধ হয়ে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় তৃতীয় শ্রেণী

আদিম ইতিহাস।



(সৃষ্টিতত্ত্ব)

আদি পুরুষ হজরত আদম (আলা)

আদিতে এক আল্লাহ-তায়ালা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আল্লাহ-তালা বলিলেন---'কুন' (হউক) তাহাতেই এক অপূর্ব 'জ্যোতিঃ' সৃষ্ট হইল। পরে তিনি সেই জ্যোতিঃ দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ দিয়া হজরত মহম্মদ (সঃ)'র 'রুহ' (আত্মা) এবং অপর নয় ভাগ দিয়া সমস্ত 'কুল-আলম' চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু এবং অন্যান্য সবই সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তিনি 'জেন'দিগকে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবী পূর্ণ করিলেন। কিছুদিন পরে জেন সম্প্রদায় পরস্পর বিরোধী হইয়া আল্লাহ-তালার আদেশ অমান্য করিয়া নানাবিধ অশান্তি ও অত্যাচারণ করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ-তা'লা উক্ত অবাধ্য জেন-বংশ নষ্ট করিয়া মনুষ্য সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন।

আল্লাহ তায়ালার আদেশানুসারে ফেরেস্তাগণ (স্বর্গীয় দূতগণ) মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি সংযোগে একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন। পরে আল্লাহ তায়ালা তাহাতে জীবন দান করিয়া তাহাকে সচল ও জ্ঞানবান করিলেন এবং তাঁহার নাম রাখিলেন 'আদম'। অতঃপর তাঁহাকে একটী মনোরম উদ্যানের মধ্যে রাখিলেন। সেই পবিত্র মনোহর উদ্যানের নাম 'জান্নাতল-আদন'।

দীর্ঘকাল একাকী একস্থানে অবস্থান করা অতিশয় কষ্টের কথা কারণ কথা কহিবার সঙ্গী না, থাকিলে মন অতি চঞ্চল হয়। সুতরাং আদি পুরুষ হজরত আদম (আলা)'র মন স্ফূর্ত্তিহীন ও সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া আল্লাহ তায়ালা আদম (আলা)কে নিদ্রিত করিয়া তাঁহার বাঁম পাঁজর হইতে একখানি হাড় বাহির করাইয়া

তদ্দ্বারা একটীসুন্দরী স্ত্রীলোকের সৃষ্টি করতঃ তাঁহার নাম রাখিলেন 'বিবি হাওয়া'। পরে দুইজনকে বিবাহ দিয়া উভয়ের অন্তরে প্রেম ও ভক্তি দিয়া ঐ বাগানে রাখিয়া দিলেন।

'আল্লাহ' তা'লা 'আদম' ও 'হাওয়া'কে আদন উদ্যানের সর্ব্বাধিকারী ও সর্ব্ব বিষয় স্বাধীনতা দিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের নিকট যাইতে ও উহার ফল খাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন, বলিলেন—

"শুনহে আদম এক আদেশ আমার।
উদ্যানের যত কিছু তব অধিকার॥
কিন্তু এক বৃক্ষ আছে অমুক স্থানেতে।
কভু না যাইবে তার কাছে কোন মতে॥
অথবা তাহার ফল কভু না খাইবে
আমার নিষেধ ইহা মনেতে রাখিবে॥"

আদি পুরুষ হজরত আদম (আলা) কখনও সেইদিকে যাইতেন না। একদিন পাপমতি 'সয়তান' 'বিবি হাওয়া'র নিকট গিয়া কহিল। অমুক স্থানে যে বৃক্ষটী আছে, তাহার ফল অতিশয় সুমিষ্ট, উহার ন্যায় মধুরাস্বাদ ফল এ বাগানে অন্যটী নাই। অধিকন্তু উহা ভক্ষণ করিলে মনুষ্যের দিব্য-জ্ঞান-লাভ হয়।

বিবি হাওয়া ইতিপূর্ব্বে কখনও সর্প দেখেন নাই। সুতরাং আশ্চর্য্য হইয়া তাহার কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ফলের রঙে রূপে ও গন্ধে মুগ্ধ হইয়া লোভ সংবরণ করিতে না পারায় উহার ফল ছিড়িলেন, নিজে কিছু খাইলেন আর আদম (আলা)'র জন্য কিছু লইয়া গেলেন। আদম (আলা) ঐ ফল দেখিয়া আল্লাহ তা'লার নিষেধ বাক্য স্মরণ করিলেন, কিন্তু করিলে কি হইবে—স্ত্রী বাধ্যতা বশতঃ অনেকেই অনেক অবৈধ কার্য্যে সম্মত হইয়া থাকেন, তাই বুঝি, হজরত আদম (আলা) সেই নীতির অন্যথা করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত ফল খাইতে বাধ্য হইলেন। এরূপ সময় দৈববাণী তাঁহার মোহ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দিল।

"কেন আদম না শুনিলে নিষেধ আমার।
আর না পাইবে স্থান বেহেস্তে মাঝার॥

যাও যাও পৃথিবীতে কর দুঃখ ভোগ।
পরিশ্রম, জ্বরা মৃত্যু, শোক, তাপ, রোগ॥
বহু বংশ হ'বে তব সংসার মধ্যেতে।
যাও, যাও, যাও শীঘ্র না থাক বেহেস্তে॥"

হজরত আদম (আলা) প্রথমে যাইতে স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ মধ্যে—আহারের ফলে—তাঁহার মলমূত্র ত্যাগের আবশ্যক হইল। কিন্তু বেহেস্ত কোন নাপাকী (অপবিত্র দ্রব্য) ত্যাগ নিষেধ। কাজেই আল্লাহ' তালার আদেশে ফেরেস্তাগণ তাহাকে সিংহলে ও 'বিবি হাওয়া'কে জিদ্দায় ফেলিয়া দিলেন। এইরূপে বেহেস্তের চির সুখ শান্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া নয়নের মণি পরম প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়া আদম (আলা) দেশ দেশান্তরে, পর্ব্বতে, বিজনে, প্রান্তরে সজল নয়নে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন. অবশেষে ৪০ বৎসর পরে ফেরেস্তাদের যত্নে পুনঃ স্বীয় পত্নীর সহিত মিলিত হইলেন ও সর্ব্বদা উক্ত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ও পৃথিবীতে নানারূপ দুঃখ কস্ট ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের অনেক সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করিল। তাহাদিগের দ্বারা ক্রমশঃ লোক বৃদ্ধি হইতে হইতে নানাজাতি ও ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতে লাগিল. বহুজাতি ও ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া লোকে সত্য ধর্ম্ম নস্ট হইয়া সৃষ্টি কর্ত্তাকে ভুলিয়া প্রস্তর, প্রতিমা পূজা করিতে আরম্ভ করিল, তখন আল্লার তা'লা ক্রমে ক্রমে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর (ধর্ম্ম পথ প্রদর্শক) পাঠাইলেন, অবশেষে স্বীয় দোস্ত হজরত মহম্মদ (সলঃ)কে আরবের মক্কা নগরে আবদুল্লার ঔরসে আমেনা খাতুনা উদরে সৃষ্টি করিয়া ভূমিস্ট করিলেন, পরে তাহাকে সত্য ধর্ম্ম ইস্‌লাম উদ্ধার কল্পে পবিত্র স্বর্গীয় গ্রন্থ 'কোরাণ' দিয়া আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া দিলেন।

আছির উদ্দিন আহম্মদ।
২য় শ্রেণী।



আত্মহারা।

(১)

যে দিন তোমার তুলেছিলে তান
সুনীল গগন হ'তে,
সে দিন বিশ্ব ডুবেছিল কার
ভাবের গভীর স্রোতে ?
সে দিন তোমার আকাশ গাহিল
সে দিন তোমার বাতাস বহিল
সে দিন নীরব বিশ্ব লুটিল
তোমার চরণ পাতে।

(২)

যে দিন তোমার নীরব ডাক
পশিল অযুত প্রাণে
যে দিন তোমার ঘুমানো বিশ্ব
জাগালে করুণ টানে,
সবাই ছুটিল প্রাণের গানে
মুগ্ধ তোমার বীণার পানে
সে দিন—আমিই কেবল ডাকের দূরে
গভীর আঁধার রাতে।

(৩)

সে দিন আমি ঘুমিয়েছিলাম
ঘুমের স্বপন নিয়ে ;
সে দিন আমি মুগ্ধ কেবল
আপন গানটি গেয়ে ;

তোমার ডাক্ শুনতে পায়নি
তোমার গানে পরাণ জাগেনি
সে দিন আমি অনেক দূরে
অনেক খেলায় মেতে।
আজকে চায় এ ছিন্ন বীণায়
গাইতে কি এক গান,
তোমার সুরের একটু দিয়ে
পূরাও তাহার তান।
আজকে সারা জগত ভুলে
লোটাই যেন অকূল কূলে
লওহে তোমার পরশ দিয়ে
আমায় তোমার সাথে।

রাজকৃষ্ণ রায়
তৃতীয় শ্রেণী।

পরের ছেলে।

(১)

তার নামটি ছিল যদু। সে ৪ বৎসর বয়সের সময় মাতা-পিতৃহীন হ'য়ে অকূল সাগরে ভাসতে লাগল। এমন সময় এক ভদ্র ঘরের বৃদ্ধ বিধবা ছেলেটির দুর্দ্দশা দেখে তাকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন। তার অবস্থা খুব ভাল ছিল না। তবে, তাদের দু'জনার খাবার বৎসরে ক্ষেত্র হ'তে যে ধান পাইত তাহাতেই একপ্রকার চলিত। ক্রমে ক্রমে যদু ৮ বৎসরে পড়্‌ল, তখন যদুকে বিধবা গ্রাম্য-স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। গুরু মহাশয়কে তিনি বলিয়া ছিলেন যে যদুকে যেন বেশী রকম মার ধর না করা হয়। যদু ১০ বৎসরেই প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি সমাপন করিয়া পাঠমঞ্জরী ও ফার্ষ্ট বুক

পড়িতে লাগিল। ক্রমে ১২ বৎসরে সে গ্রাম্য স্কুল হইতে সম্মানের সহিত পাশ করিল এবং ৪৲ টাকা বৃত্তি পাইল। বিধবা তখন বড়ই বিপদে পড়িলেন। একবার ভাবিলেন পরের ছেলেকে আনিয়াই যত গোলমালে পড়িয়াছি, আর একবার ভাবিলেন যদুর যখন কেহই নাই, তখন উহাকে আমারই মানুষ করিতে হইবে। পাড়ার রসিক চক্রবর্ত্তী ত কলিকাতায়ই চাকুরী করে, সেও ত সম্পর্কে আমার কাকা হয় তাকে একবার বলিয়াই দেখি না! যদি নিতে চায় তবে বুঝিব যে যদুর কপালে সুখ আছে। এই ভাবিয়া পরদিন ভোর বেলায় বিধবা রসিক কাকার বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। রসিক বাবুকে সব খুলিয়া বলাতে তিনি বলিলেন "তুই আজই যদুকে নিয়ে আসিস্! দু'টো খাবে তাতে আর কি আমার জগা মনাও যেমন যদুও আমার কাছে তেমন।" বৃদ্ধা বাড়ীতে আসিয়া যদুকে কোলের কাছে বসাইয়া বলিলেন "যদু তুই ত কাল তোর রসিক দাদার সহিত কলিকাতায় পড়িতে যাইবি, তোর আমায় ছেড়ে কষ্ট হ'বে না ত? যদু নীচ শ্রেণীতে তখন পড়িত তখন কলিকাতা নগরীর কতক বিবরণ ভূগোলে পড়িয়াছিল। তাই প্রথমে তার খুবই আনন্দ হইয়াছিল কিন্তু যখন তাহার এই স্নেহাধার মাতাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তখন তাহার সব আনন্দ কোথায় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তবুও তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইল। সেখান হইতে প্রত্যেক ছুটিতেই যদু বাড়ীতে আসিতে লাগিল। এইরূপে দীর্ঘ চারটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এবার যদু এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবে। স্কুলের সকলেই ভাবিয়াছিল যে যদু নিশ্চয়ই এবার ১ম স্থান অধিকার করিবে! যদুর পরীক্ষা সুসম্পন্ন হইল। যদু বাড়ীতে চলিয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে গেজেট বাহির হইল। সকলেই বিস্ময়ে দেখিল যদু ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রামবাসী সবাই এই আনন্দ সংবাদ বৃদ্ধাকে দিতে উদ্বিগ্ন হইল। অচিরেই বৃদ্ধা সেই আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং হরিষে বিপদ উপস্থিত। বৃদ্ধা সংবাদ পাইয়া দুই এক ফোটা অশ্রুবারি নিক্ষেপ করিল। বোধ হয় যদুর পিতামাতার কথা মনে হওয়াতে দুই এক বিন্দু বিধবার চক্ষু হইতে নির্গত হইয়াছিল। বৃদ্ধা রাত্রিকালে যদুকে কোলের কাছে লইয়া শয়ন করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই পোড়া চক্ষে আর ঘুম আসে না। কেবল কাঁপিয়া কাঁপিয়া থাকিয়া থাকিয়া যদুর পিতামাতার কথা মনে পড়িতে লাগিল।

(২)

দীর্ঘ আটটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন যদুনাথ হাইকোর্টের একজন নামজাদা উকিল যদুনাথও বৃদ্ধাকে তাহার বাসায় আনিয়াছে এবং ভদ্রাসন বাড়ীতে দালান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামের সবাই ভাবে যদুরও বাপ ঠাকুরদাদারা যাহা করিতে পারেন নাই, আজ তাদের বংশের তিলক যদু তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল করিতে বসিয়াছে। এ দিকে যদুদের গ্রামের জমিদার পরেশবাবু যদুর সহিত তাঁহার একমাত্র আদরে লালিতা পালিতা দুহিতা স্বর্ণময়ীর বিবাহ দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বৃদ্ধার নিকটে পরেশ বাবুর দেওয়ান যতীন বাবু যদুর সহিত স্বর্ণের বিবাহের কথা পাড়িলেন বৃদ্ধা বলিলেন "যতীন বাবু, যদুরও আজকাল একটু বুদ্ধি শুদ্ধি হয়েছে এবং রসিক কাকাও আছেন; তাদের ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা। বৃদ্ধা যথাসময়ে যদুর বিবাহের কথা রসিক কাকার কর্ণ গোচর করিলেন। রসিক বাবু বলিলেন "দেখ, পরেশ বাবু গ্রামের জমিদার এবং তাঁর একমাত্র কন্যা; যদু যদি বিবাহ করে, তবে গ্রামের ভিতর একজন অভিভাবক থাকিবে এবং পরেশ বাবুর পরোলোকান্তে ওই তাঁর জমিদারীর মালিক হইবে। শীঘ্রই যদুর মত নিয়ে পরেশ বাবুর নিকট পত্র লিখে দে।" যদুনাথ আফিস হইতে ফিরিতেই বৃদ্ধা তার বিবাহ সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন এবং মনোনীত উত্তর পাইয়া তখনই একখানি পত্র লিখিয়া পরেশ বাবুর নামে পাঠাইলেন। কিছুদিন পরে পরেশ বাবু স্বয়ং আত্মীয় স্বজনের সহিত আসিয়া ছেলেকে আশীর্ব্বাদ এবং পাকা দেখা করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(৩)

বর্ষাকাল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্ধকার রাত্রি। যেন পৃথিবী মসীদ্বারা লেপিত হইয়াছে। আজ স্বর্ণের বিবাহ। পরেশ বাবুর বাড়ীর চারিদিকে আলোক মালায় বিভূষিত হইয়া যেন প্রাকৃতিক অন্ধকারকে কৃত্রিম জ্যোৎস্নায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। গ্রামের লোক, আত্মীয় কুটুম্ব এক এক করিয়া আসিতেছে এবং পরিতোষ মত আহার করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ক্রমে রাত্রি নয়টা বাজিল। এমন সময় যতীন বাবু যদুনাথকে লইয়া আসিলেন। বাড়ীতে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

ক্রমে লগ্ন উপস্থিত হইল। যদু নাথের সহিত স্বর্ণের বিবাহ হইয়া গেল। এইরূপে বাসী বিবাহ হইয়া গেলে, যদুনাথ স্বর্ণকে লইয়া বৃদ্ধার বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং সেখানেই ফুলসজ্জা হইয়া গেল। গ্রামবাসী সবাই আনন্দে মগ্ন, শুধু বৃদ্ধা এই দম্পতি যুগলকে দেখিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

* * * * * * *

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। স্বর্ণের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছে। যদুনাথ কলিকাতায় একটি সুন্দর বাড়ী খরিদ করিয়াছে। তাহাতেই সবাই থাকে। কেবল বৃদ্ধা থাকেন না। তাহার কারণ তিনি স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়া সুখ ভোগ করিতে চাহেন না। বৃদ্ধার জন্য মাসে মাসে ১০০৲ টাকা যদু পাঠাইতেছে। ছুটি হইলেই স্ত্রীকন্যাসহ যদু বাড়ীতে ছুটিয়া আসে এবং বৃদ্ধার চরণতলে পড়িয়া কতকটা শান্তি লাভ করে। এইরূপে তাহাদের সংসার সুখেই চলিতে লাগিল। হঠাৎ বজ্রের ন্যায়, গ্রাম হইতে একখানি তার আসিল। যদুনাথের তার খুলিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। দেখিল "তাহার পিতৃতুল্য শ্বশুর মহাশয় নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত।" যদু তৎক্ষণাৎ একজন বড় ডাক্তার সঙ্গে লইয়া শ্বশুর বাড়ী চলিয়া আসিলেন। স্বর্ণকেও আনিতে ভুলেন নাই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাক্তারকে লইয়া শ্বশুর মহাশয়ের কক্ষে গমন করিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন। যদুনাথ ডাক্তারকে রোগের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন "যদু বাবু, রোগ শেষ সীমাতে দাঁড়িয়েছে, আগামী কল্য ভোরেই মারা যাইবেন।" যদুনাথ ইহা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এখন কি করি; কেমন করিয়াই বা স্বর্ণকে এই হৃদয় বিদারক-কথা বলি। যদুনাথ ডাক্তারকে ছাড়িলেন না। ডাক্তার ও যদু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল। ভোরের বেলায় অবস্থা বড়ই খারাপ হইল। পরেশ বাবুর তখনও জ্ঞান ছিল। তিনি বলিলেন "বাবা যদু, স্বর্ণকে একবার ডাকত।" যদুনাথ চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বর্ণকে লইয়া আসিল। স্বর্ণ বাবার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পরেশ বাবু যদুনাথকে বলিলেন "যদু স্বর্ণকে আমার কাছে আন।" স্বর্ণ কাছে আসিলে তিনি পুনরায় যদুকে বলিলেন "যদু, আমার আদরিণী স্বর্ণ রহিল। তুমিই ওর সর্ব্বময় কর্ত্তা

তুমিই ওকে যত্নে রেখ। বিষয় আশয় রহিল সবই তোমার। সৎপথে থাকিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিও।" এইরূপে বেলা ৭টা বাজিল, পরেশ বাবুর অন্তিম শয্যা উপস্থিত হইল। তখন সকলেই ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহির করিল। ৮টার ভিতরেই প্রায় সব লোক একত্র হইল এবং পরেশ বাবুর মৃতদেহ লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল। বেলা ১২টার মধ্যেই সব শেষ হইল! যদুর হৃদয় আজ গভীর শোকে সমাচ্ছন্ন। আজ আর তাহার কোথায়ও ভাল লাগিতেছিল না। তাই পরেশ বাবুর ফুল বাগিচার মধ্যে বিশ্রাম লাভের জন্য আসিয়া বসিয়াছিল এবং নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় বাগিচার পার্শ্ব দিয়া একটি রাখাল বালক তাহার মধুর কণ্ঠের সুধা বিতরণ করিতে করিতে গাহিয়া গেল—

"এ ভবে কেউ কার নয় রে,
আপন বুঝে চল এই বেলা"।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
তৃতীয় শ্রেণী।

শিক্ষার্থী।।

এই নানা বাধা বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে কিরূপে জীবিকার্জ্জন করিতে হইবে বা কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে এরূপ কোন বিষয় শিক্ষা করিয়া কেহ কখনও জন্মগ্রহণ করে না। জন্মকালে মনুষ্যের নিকট এই সকল সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট থাকে। শিশু তাহার বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অভাব মোচনের নিমিত্ত যত্ন তৎপর হয় এবং বহুবিধ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে।

এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে কোটি কোটি মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিতেছেন সুতরাং যদি কোন এক ব্যক্তি কোন উপায় শিক্ষা করেন তাহাদ্বারা পৃথিবীবাসী যাবতীয় লোকের অভাব দূরীভূত হয় না, কারণ মানব যতই আত্মশক্তিতে অহঙ্কৃত হউক না কেন তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও অত্যল্প। সুতরাং এক ব্যক্তি কেবল আপনার ক্ষমতার উপর

নির্ভর করিয়া যদি মানবমণ্ডলীর অভাব দূরীকরণার্থে কৃতযত্ন হয়েন তবে তাহা বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

স্ব স্ব জীবিকার্জ্জন বা অভাবদূরীকরণার্থ সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেরই উপায় জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। পরম মঙ্গলময় পরম পিতা জগদীশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকেই সমান জ্ঞান, সমান শক্তি ও সমান গুণ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু ঐ গুণাবলী এবং শক্তি সমূহ অদৃশ্যভাবে মানব দেহে অবস্থিতি করে। মনুষ্য অধ্যয়ন দ্বারা আপন হৃদয়-কন্দর-নিহিত শক্তি সমূহের উন্মেষ সাধন করে এবং জগতপিতার প্রদত্ত গুণাবলীর সদ্ব্যবহার দ্বারা উজ্জ্বলতর করিয়া আপন ক্ষুদ্রবুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিতে পারে এবং যে সকল পুস্তক অনন্তজ্ঞান রাশি পূর্ণ, মহাপুরুষগণের জ্ঞানের সারাংশ তাহা পাঠ করিয়া স্বয়ং সেই অমূল্য জ্ঞান লাভ করে। এবং তাহাদের প্রদর্শিত পথে গমন করিয়া মানব এই বাত্যা বিতাড়িত উত্তাল তরঙ্গ মালা সঙ্কুল সংসার সমুদ্র বিনা ক্লেশে জীবন তরী পরিচালিত করিতে পারে এবং তাহারা কত অতীত বিষয় জ্ঞাত হইয়া কুকর্ম্মের কিরূপ বিষময় পরিণাম এবং সুকর্ম্মের কিরূপ আনন্দ ও সুখপ্রদানকারী পরিণাম তাহা জ্ঞাত হইয়া আপাত রম্য বিষয়ে প্রলুব্ধ হয়েন না, সর্ব্বদা সুপথে থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সুতরাং তাঁহারা সুখী হইতে পারে না। আপন কর্ত্তব্য না করিলে পরিণামে যে অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে সেই অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইতে হয় না। তাঁহারা স্বকার্য্য সাধন জনিত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

এই বিশাল পৃথিবীতে শিক্ষার্থীর শিক্ষনীয় বহু বিষয় আছে। যে যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে সে তাহাই শিক্ষা করিতে পারে। কেহ বিদ্যাভ্যাস করিতে ভালবাসে, কেহ কেবল চিত্রাঙ্কন করিতে ভালবাসে, কেহ চৌর্য্যবৃত্তি কেহ বা দস্যু-বৃত্তি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে। ইহাদের যে কোন বিষয়ে সুদক্ষ ও অমিতপ্রসার লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে রীতিমত শিক্ষা করা উচিৎ। কিরূপে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে হয়, গুরুজনদিগের প্রতি কিরূপ সম্মান বা ভক্তি প্রদর্শন করিতে হয়, সংসারে কিরূপে চলিলে উন্নতি হয়, কিরূপে চলিলে অবনতি হয়—এই সকল বিষয়

অতি যত্নের সহিত শিক্ষা করিতে হয়। কিরূপে চরিত্র গঠন করিতে হয়, কিরূপে কু অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হয়, কিরূপে সকলের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে হয় ইহা অন্যের নিকট হইতে দর্শন করিয়া বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। কিরূপ করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি প্রবল রিপুগণ মনুষ্যের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না-তাহা জ্ঞানীগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়। কৃষি শিল্প ও অন্যান্য আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও অপরের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়। মনুষ্যের এই অত্যল্প পরিমিত ও অনিশ্চিত জীবনকালের মধ্যে তাহাকে এই সকল বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্যদেহ ব্যাধি মন্দির এবং এই সংসার সুখ-দুঃখের লীলাক্ষেত্র এবং শত শত বিঘ্ন বিপত্তি মনুষ্যকে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলে। সুতরাং মনুষ্যকে অতি সত্বর আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, কারণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ প্রকৃত কর্ম্ম করিয়া মনুষ্যনামে অভিহিত হইতে না পারেন তাহা হইলে তাহাতে ও পশুতে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না; যেহেতু সে পশুর ন্যায় কেবল আপন উদর পূর্ণ করে এবং ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার করিয়া ইহলোকে চিরদুঃখে কালাতিপাত করে এবং পরকালে যে তাহার কি ভীষণ দুর্গতি হয় তাহা আমরা অনুমানও করিতে পারি না।

যদি পৃথিবীর প্রত্যেক লোকই ঐরূপ হয় তবে মর্ত্ত্যে কে নন্দন কাননের শান্তিবারি আনয়ন করিবে? তবে কালিদাসের শকুন্তলা ভবভূতির উত্তররাম চরিত বাণের কাদম্বরী ভারবির কিরাতার্জ্জুনিয় প্রভৃতি কাব্যের ভাব গ্রহণ করিয়া কে হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিবে? কে তবে মহাভারত পাঠ করিয়া অলোক-সামান্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচনা চাতুর্য্যে বিমোহিত হইবে? মহাকবি বাল্মীকি রসময়ী কবিতা কাহারই বা কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিবে? মিল্টন বা সেক্সপিয়রের কবিতা পাঠ করিয়া কেইবা ভাবের তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবে? হোমারের শ্রুতিসুখ প্রদায়িনী কবিতাই বা কাহার নিকট প্রাচীন গ্রীসদিগের অবস্থা বর্ণনা করিবে? দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া,—শোকাতের শোক দেখিয়া কারই বা হৃদয় কাঁদিয়া উঠিবে? কেইবা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্ম ভূমির দুঃখ দেখিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিবার

জন্য স্বদেশবাসিদিগকে স্বজাতি প্রেম ও স্বদেশ বাৎসল্যে শিক্ষা দিক্ষিত করিবে?

কোন বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে তাহা এরূপ ভাবে শিক্ষা করা উচিত যেন পুনর্ব্বার উহা শিক্ষা করিতে না হয় কারণ—এক বিষয় শিক্ষার জন্য বহু সময় ব্যয়িত হইলে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং সকল বিষয় শিক্ষার সময়েই শিক্ষার্থীর মনঃসংযোগ করিতে হইবে। এক বিষয় শিক্ষা কালে অন্য বিষয়ে মন থাকিলে কোন বিষয় শিক্ষা হইবে না। সকল জাতিরই ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কোন মহাপুরুষ কোন কার্য্য করিয়া এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন ও তখন তিনি মনঃসংযোগ এবং আপন উদ্দেশ্যের সহিত মনের মিলন করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এখনও আমরা দেখিতে পাই যে, যে শিক্ষার্থী আমাদের কোন উন্নতি সাধন করিয়াছেন ও করিতে চেষ্টা করিতেছেন তিনি অত্যন্ত সংযোগী ও একাগ্রচিত্ত। আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানিতে পাই যে, কোন হিন্দু ছাত্র যখন বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিতেন তখন তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। তজ্জন্যই তাহারা দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শাস্ত্রের ও কাব্যের অর্থ গ্রহণে সমর্থ এবং হিন্দু জ্ঞানরাশিপূর্ণ শাস্ত্র হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আমরা যে বিষয়ই শিক্ষা করিনা কেন মনঃসংযোগ করিতে শিক্ষা না করিলে আমাদের পক্ষে মনুষ্যনাম প্রাপ্ত হওয়া "বামন হইয়া চাঁদে হাত" দিবার ন্যায় নিস্ফল হইবে। আমাদের উন্নতিলাভের সকল চেষ্টাই 'ভস্মে ঘৃতাহুতির' ন্যায় হইবে। আমরা মৃত্যুর পর অনন্ত জলধিতে জলবুদ্বুদের ন্যায় অসীম কাল সমুদ্রে মিশিয়া যাইব আমাদের নশ্বর দেহের স্মারক কোন কিছুই থাকিবে না।

শ্রীবামনচন্দ্র বসু
প্রথম শ্রেণী।
১৩৩৩।



গৌরব

—:():—

স্কুল থেকে এসে একজন বন্ধুর একখানা চিঠি পেলাম তাহাতে লেখা ছিল "... বহু কষ্টে পিতামাতা আমার ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় আমি তাঁহাদের প্রতি দানে সমর্থ, ... আমি পূর্ব্ব গৌরবের অনুসরণে সক্ষম, ..." পড়ে— গৌরব কথাটা আমাকে বড় গণ্ডোগোলে ফেল্‌লো। ভাবতে বসলুম 'গৌরব' জিনিষটা কি? সঙ্গে সঙ্গে সানুচর মোহ ও বিবেকের বিবাদ বেঁধে গেল। মোহ চরেরা তিনজন তিনটী মত প্রকাশ কর্‌লো।

(১) যার টাকা কড়ি ছড়াছড়ি যাচ্ছে। চাকর চাকরাণীর অভাব নেই। পলকেই হুকুম তামিল কিছু পেতে গাদাগ গাদায় ফকির দরজায় হাজির, তারই গৌরব।

(২) লেখা পড়া শিখে যে একজন মস্তবড় পণ্ডিত হয়েছে, তারই গৌরব, কেন না গরীব ও লেখাপড়া শিখে সকলের নিকট পরিচিত হয়, সকলে তাহাকে মানে গনে।

(৩) যার খুব বাহুবল আছে, তারই ঠিক গৌরব ধনী বা জ্ঞানীর গৌরব না থাক্‌লেও জোরওয়ালাকে দেশ বিদেশ জানে কাজেই তারই গৌরব।

বিবেক মশাই তো এত সময় বসে টিপি টিপি হাসছিলেন, শেষে [illegible] বল্লেন তা বটে-ধনী জ্ঞানী ও জোরওয়ালাকে লোকে মানে, [illegible] মানে, কারণ ফন্দি আছে, টাকা আছে জোর আছে, দুনিয়া-[illegible] মানবেই, কিন্তু তাই এই দুনিয়ার পরে এমন একটা জায়গা আছে, সেখানে [illegible], টাকা জোর কিছুই খাট্‌বে না। এক ধর্ম্মই সকলের উপরে উঠ্‌বে, ধনী যখন টাকা বিলিয়ে দেয় তখন তার নাম; জোরওয়ার যখন দেশের জন্য মরতে যায়, তখন তার নাম, জ্ঞানী যখন ভাল মন্দ বুঝতে পেরে ভালর দিকে যায়, তখই তার নাম। মোটের উপর দেখতে গেলে যাঁর স্বভাব ভাল ধর্ম্মে-কর্ম্মে মতি আছে, তাঁরই গৌরব। কারণ সে নিজের দিকে চায় না, যা উচিত তা সে করবেই সুখের দিন হউক, আর দুঃখের দিনই হউক, সব সময়েই সে ঈশ্বরকে মনে রেখে কাজ করে যায়। ফল কি হ'বে না হ'বে, সে দিকে

একবার তাকাও না, সত্য কথা সত্য আচার সব সময়েই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এই ভাবে যে মরতে পারে কি একাল, কি সেকাল সব কালেই তাঁর গৌরব।

হে বধীর ভ্রাতৃগণ! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এ পৃথিবী কি প্রকাণ্ড! তুমি বা আমি যে পৃথিবীর কিয়দংশের অধিকার লইবার জন্য মোকর্দ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হই, নিজের সহোদর ভাইকেও পরম শত্রু করিয়া তুলি সেই পৃথিবীর কত যায়গা পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ সেই সকল স্থানের পরিমাণ দূরের কথা সংখ্যা নির্ণয় করিতেও সমর্থ নহে। তাই ভ্রাতৃবৃন্দ বৃথা কলহ করিয়া, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অধর্ম্ম করিও না। বিখ্যাত কবি সাদি (র) গোলেস্তায় বলিয়াছেন—

যতনে যে দেহ শোভা করিছ বর্দ্ধন।
মাটী হবে সেই দেহ ত্যাজিলে জীবন॥
এত শক্ত অস্থি সেও রবে না ভুবন।
বলিবারে তব কীর্ত্তি খ্যাতি অগনণ॥

আছিরউদ্দিন আহম্মদ
২য় শ্রেণী।

চয়ন।

১। বিবেচনা না করিয়া কথা কহিওনা। তাড়াতাড়ি কথা বলা অন্যায়। উচ্চারণ সুস্পষ্ট না হইলে কেহ তাহাতে মন দেয় না।

২। যেখানে দশজনে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন সেখানে দুঃখের কথা তুলিও না; অথবা যেখানে দশজনে দুঃখের কথা কহিতেছেন সেখানে হাস্য পরিহাস করিও না।

৩। যেখানে দশজনে মিলিয়া কথোপকথন বা তর্কবিতর্ক করিতেছেন সেখানে যিনি যাহা বলেন তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিবে তখন পার্শ্বস্থ লোকের সহিত

বাক্যালাপ করিয়া শ্রোতাদিগের বিরক্তি জন্মাইও না। বক্তা তাহার নিজের মনের ভাব ভালরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলেও তুমি অযাচিত ভাবে তাহার কানে কানে কথা কহিয়া সাহায্য করিতে যাইও না। বক্তার কথা শেষ না হইলে তাহাকে বাঁধা দিও না বা তাহার কথার উত্তর দিও না।

৪। প্রবীন ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আকার ইঙ্গিতে বা কথা বার্ত্তায় বাচালতা বা চপলতার পরিচয় দিও না। অশিক্ষিত লোকের নিকট দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইও না।

৫। কাহারও নিন্দাবাদ করিও না, নিন্দা বা প্রশংসা কোন কাজে তিলকে তাল করা বড় অন্যায়।

৬। অপরের সম্বন্ধে কোন গ্লানির কথা শুনিলে হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করিও না।

৭। কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে পরামর্শ দিও না। পরামর্শ দিবার প্রয়োজন হইলে তাহা সংক্ষেপে দেওয়া উচিত।

৮। যেখানে দশজনে সমবেত লইয়া কোন কার্য্য বা পরামর্শ করেন, সেখানে হঠাৎ প্রবেশ করিও না। অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখিবে তাঁহারা তোমার উপস্থিত হেতু সন্তুষ্ট বা বিরক্ত হয়েন কি না বিরক্তির সম্ভাবনা হইলে সে স্থান ত্যাগ করিবে।

৯। অন্যের গোপনীয় বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিও না। যাহারা গোপনে কথা কহিতেছেন তাহাদের নিকট যাইও না।

১০। লোক যে কারণেই বিপন্ন হউক না কেন বিপদের সময় কাহাকেও বিদ্রূপ করিও না। যদি শত্রুর বিপদ ঘটে তাহাতেও সুখ বোধ করিও না।

১১। নীচ বলিয়া কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিও না।

১২। গুরুজনে যদি তিরস্কার করেন তাহাতে বিরক্তি বোধ করিও না বা তাঁহার কথায় কথায় উত্তর দিও না। যদি কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় নম্রভাবে বলিবে।

১৩। সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিবে। কুবাক্য বলিয়া কাহারও অন্তঃকরণে কষ্ট দিও না।

১৪। অতি বিশ্বাসীকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিও না।

১৫। যাহার সহিত তোমার অত্যন্ত মিত্রতা থাকে তিনি কি রকম কাজ করেন গোপনে তাহার বিচার করিবে।

১৬। নিজে সৎপথের অনুসরণ করিবে।

১৭। বিশ্বাস ঘাতকতা করিও না।

১৮। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, বা কলহ করিবে না।

শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী

২য় শ্রেণী।

SCHOOL NOTES.

(i) Some change in the staff :—

The law of change has brought about some alteration in the staff of the school. Babu Ashutosh Mitra the Permanent Headmaster has taken leave for 3 years and Babu Khirode Chandra Sen B. A., late of the Bengal Educational Service and a reputed Headmaster has been appointed in his place. The vacancy caused by the resignation of the Asst. Head master who joined the local Bar a few months back, has been temporarily filled up by the senior teacher of Maths. of the school. Babus N. C. Sen and S. N. Chakrabarty two able graduates have also been taken in, in the vacancies consequent on the former incumbents' having recourse to some other professions. Babu Pramatha Nath Bhattacharji has been serving as the Head Pandit at the latter's unexpected death on the 6th Aug. last.

(ii) Unexpected demise of the Head Pandid :—

We regret to announce the sad and unexpected demise of our late lamented Head Pandid Babu Nibaran Chandra Kabyatirtha of revered memory who was snatched away from our midst on the 6th August last. May his soul rest in eternal peace in the bosom of the Almighty Father. We convey our hearty sympathy and condolence to the bereaved family.

(iii) Result of the last Matric. Examination :—

From our school 23 candidates sat for the last Matric. Examination of whom 17 came out successful,— 8. in the 1st, 8. in the 2nd, and 1 in the 3rd Divisions respectively.

(iv) Divisional Inspector's visit to the school :—

On the 10th of September last, Mr. Matloob Ahmed Khanchoudhuri M. A., the Divisional Inspector of schools, graced our institution with his auspicious visit. He was sanguine in praise of the school and of the services it has been rendering to the people of the town. He was lavish in favouring the school authority with his invaluable advice towards further progress and improvement of the institution.

(v) Non-renewal of the Govt. grant :—

The temporary sanction of the Govt. grant of Rs 100- a month to the school expired in March last. An application for its renewal has been made in due time but no information concerning the matter has yet reached the authority.

B. Game notes :—

There is a regular and capable Sporting Association of the school comprising of Babus S. C. Ghosh and N. C. Sen as the game secretary and the game master respectively and a captain. Under an able management of this Association, Foot-ball, Cricket, Hockey and Badminton are regularly played to suit the different seasons of the year. In the rainy season our boys chiefly indulge in Foot-ball games. This year, as usual, they were keenly alive in taking part in several Foot-ball competitions as a result of which they have creditably won 2 conspicuous trophies, namely, [1] The Shibdas Shield and [2] the S, C. Cup. Both the final competitions with the local Govt. school, were protracted and hard contested extending over 4 consecutive days.

C. School-Bank-notes :—

The School Co-operative Bank under a very able and efficient committee of management is steadily marching on to prosperity and progress. It does not only help the teachers of the school with easy and prompt loans but inspires in them the habit of thrift and co-operation. Many thanks are due to the Secretary. Babu P. C. Majumdar who has been ably and efficiently managing the affairs of the Bank.

Editor

